দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬.....

বাস্তবায়িত হয়নি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ।। দাতাদের চাপের মুখে সরকার

আহমেদ দীপু

জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় সরকার দাতাগোষ্ঠীর প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়েছে। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অপচয় বন্ধ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সরকার সাফল্য দেখাতে পারেনি। ফলে আগামী ১৩ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য দাতাগোষ্ঠীর বৈঠক থেকে নতুন করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর পাইপলাইনে বয়ে যাওয়া প্রতিশ্রুত ছ'শ' কোটি মার্কিন ডলারের সাহায্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যাপারেই দাতাদের চাপ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোন কাজ করেনি। বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়নি কোন সুপারিশ। দাতাদের চাপ থাকার পরও প্যারিস বৈঠকের জন্য এখন পর্যন্ত সংস্কার সংক্রান্ত পেপারও তৈরি করা হয়নি। এ ছাড়া তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অপচয়ও সরকার বন্ধ করতে পারেনি। দাতাদের পরামর্শ বাস্তবায়ন তেমনভাবে করতে না পারলেও সরকার দাতাগোষ্ঠীর ঐ বৈঠক থেকে কি পরিমাণ সাহায্য পেতে পারে তার পরিমাণ নিয়ে ইতোমধ্যেই হিসাব নিকাশ শুরু করেছে। এবার দু' শ' থেকে ২৩০ কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা চলবে বলে আভাস পাওয়া গেছে। পাইপলাইনে রয়ে যাওয়া প্রতিশ্রুত ছ'শ' কোটি ডলারের সাহায্য ছাড় করানোর চেষ্টাও চালানো হবে।

জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন তাদের সুপারিশ বাস্তবায়নের সুবিধার জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে। অন্তর্বর্তী, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ এর মধ্যে রয়েছে। গত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ থেকে চারটি সুপারিশ বাস্তবায়ন করে গেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে নতুন করে কোন ধরনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় প্রশাসন সংস্কারের জন্য নুরুন্নবী কমিশন গঠন করে। কমিশন যে সুপারিশ করেছিল তা অবশ্য তৎকালীন বিএনপি সরকার বাস্তবায়ন করেনি। এরপর আওয়ামী লীগ সরকার জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সংস্কারের নামে নতুন কোন কমিটি বা কমিশন গঠনের আগেই দাতাগোষ্ঠী গত সরকারের সময় প্রণীত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে

সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় কঠিন হতে পারে

বর্তমান সরকারের কাছে তাদের আগ্রহের কথা প্রকাশ করে। ফলে অন্য কোন চিন্তা থাকলেও সরকার তা বাস্তবায়নের জন্য কিছু করতে পারছে না। অথচ জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনের (পিএআরসি) কোন সুপারিশ বাস্তবায়নও করেনি। এদিকে সময় আছে মাত্র দু' মাস। এরপরই প্যারিসে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। অল্প সময়ের মধ্যে কোন্ সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে আর কোন্‌টি এখনই না করে ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেবে তা নিয়ে সরকারকে অল্প সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে আদৌ কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অথচ দাতাদের বোঝাতে হলে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যথায় তাদের চাপ থেকে বেরিয়ে আসা হবে কষ্টকর এবং কঠিন কাজ। এ অবস্থায় সরকার পিএআরসির সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়টি তাদের আগামী এক শ' দিনের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসবে বলে জানা গেছে।

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ের ক্ষেত্রে পড়তি ধারা লক্ষ্য করা গেছে। সর্বশেষ অর্থবছরে (২০০০-০১) বৈদেশিক সাহায্য ছাড় ১৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ঐ বছর প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৩৬ কোটি ৮৮ লাখ মার্কিন ডলার। এর আগের অর্থবছর (১৯৯৯-২০০২) সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ ছিল ১৫৮ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার। গত কয়েক বছরে দাতাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে দাতারা সরকারের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারেনি, যে কারণে প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও অর্থ ছাড় করেনি। এভাবে কয়েক বছরে ছ'শ' কোটি মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুত সাহায্য পাইপলাইনে রয়েছে। বর্তমান সরকার এবার নতুন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায়ের পাশাপাশি পাইপলাইনে থাকা সাহায্যগুলোও ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু যে খাতগুলোতে অগ্রগতি দেখানোর মাধ্যমে নতুন সাহায্য আদায় এবং পাইপলাইনের অর্থ ছাড়িয়ে আনা সম্ভব, তার অধিকাংশ বিষয়ে সরকার এখন পর্যন্ত তেমনভাবে হাত দেয়নি। বিশেষ প্রশাসন সংস্কারের ব্যাপারে সরকার গ্রহণ করেনি কোন উদ্যোগ। অথচ দাতারা এ খাতটিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের কোন অগ্রগতি না থাকায় তারা দাতাদের প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়েছে। জানা গেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার দাতাদের কাছে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচীর বিষয়টি তুলে ধরবে। পরবর্তী এক শ' দিনে প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসবে বলে জানা গেছে।